রবিবার ৯ বৈশাখ ১৪১৯
২২ এপ্রিল ২০১২
দৈনিক ইত্তেফাক

নেরিকা ধানের চাষ ব্যবস্থাপনা

• প্রফেসর ড. মোঃ সদরুল আমিন •

বর্তমানে বাংলাদেশে 'নেরিকা' অর্থাৎ নিউ রাইস ফর আফ্রিকা নামক ধানের জাত চাষের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। মূলত আইভোরি কোস্টের এই ধান উগান্ডা থেকে এসে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএডিসি) হাতে তুলে দেয়া হয়েছিল ২০০৯ সালে। এখন বিএডিসির শীর্ষীয় কর্মকর্তা ও মন্ত্রণালয়ের বিশেষজ্ঞের উপদেশে চলতি আউশ মৌসুমে ৩৫ কোটি টাকা প্রণোদনা দিয়ে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ প্রান্তিক কৃষককে বীজ ও সার বিনামূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে পহেলা বৈশাখ থেকে। দেশের ৫৬টি জেলার উঁচু জমিতে এ ধানের চাষ করা হবে। অবহেলিত গরিব কৃষকের অনুকূলে এই কার্যক্রমের শতভাগ সাফল্য কামনা করে নেরিকা ধানের কিছু সম্পূরক উৎপাদন প্রযুক্তি উল্লেখ করতে চাই। প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে এ ধানের উৎপাদন হেক্টরপ্রতি ৪.৫ থেকে ৬.৫ টন। পার্থক্য ২ টন, মাত্রাটার ব্যবধান অনেক বেশি। এই ধানের জাত সম্পর্কে বলা হয়েছে যে এতে রোগ-পোকা কম, আগে কাটা যাবে, খরায় তেমন ক্ষতি হবে না। তাহলে উৎপাদনে এতটা পার্থক্য কেন হবে? নিশ্চয়ই সেটা সার ব্যবহারের জন্য হতে পারে। তাই আমার প্রথম সুপারিশ এই প্রণোদনার জন্য নির্বাচিত কৃষককে সার ব্যবহারের উপর স্পষ্ট নির্দেশনা দিতে হবে, যা সরাসরি বা মিডিয়ায় পদ্ধতি প্রচারের মাধ্যমে হতে পারে। বলা হয়েছে এ ধান উঁচু জমিতে আবাদ হবে। গ্রীষ্মকালে উঁচু জমিতে উচ্চমূল্যের ফল-সবজি-মসলা বাদ দিয়ে কেউ মূল্য কমে যাওয়া আউশ ধানের চাষ করবে কিনা, তা ভিন্ন বিষয়। কারণ প্রতি প্রান্তিক কৃষক পাবে সরকার নির্ধারিত মূল্যে সর্বোচ্চ ৯৮৬ টাকার বীজ ও সার, যার প্রকৃত বাজারমূল্য তার চেয়ে কমও হতে পারে। যেহেতু এ ধান উঁচু জমিতে চাষ করা হবে সেজন্য সারের পরিমাণ বেশি লাগতে পারে। এ ব্যাপারে ধান গবেষণা বা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের গবেষণা বা প্রদর্শনী ভিত্তিক সার সুপারিশ দেয়া হয়নি। ব্রির আধুনিক ধানের চাষ পুস্তকে নেরিকা ধানের নাম বা এর সার সুপারিশ নেই। তাই এই নেরিকা ধানের (১, ৪ এবং ১০) সার ব্যবহার সম্পর্কে উপযুক্ত সার সুপারিশ দিতে হবে, যাতে ন্যূনতম অর্থনৈতিক ফলন পাওয়া যায়। বিশেষ করে জিপসাম, দস্তা ও বোরণ দিতে হবে। পটাশ সার ২ কিস্তিতে এবং ইউরিয়া সার ৩ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। নেরিকা ধানের উচ্চ ফলন প্রাপ্তির প্রতিপালনযোগ্য অন্যান্য সুপারিশের মধ্যে থাকতে পারে- আগাছা দমন, সম্পূরক সেচ ও রোগ-পোকা দমনের ব্যবস্থা করা। কারণ এ ধান চাষের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে দেশের উফশী ধানের আউশ মৌসুমের ফলন হেক্টরপ্রতি ২.৫ থেকে ৪.৫ টন। আসলে ব্রির মতে অনেকগুলো উফশী ধানের (৮, ৯, ১৪, ১৫, ১৬ এবং ৪৮) উৎপাদন ৫.০ থেকে ৫.৫ টন। এছাড়াও নেরিকা ধানের এই প্রস্তাবনায় যেসব তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে তাতেও আন্তঃবিশ্লেষণে সীমাবদ্ধতা ধরা পড়ে। ফসলের ফলনের একই পরিমাণে পত্রিকা বিশেষে ধান ও চাল দুটিই ব্যবহৃত হয়েছে। বিগত বছরে একই ধরনের কার্যক্রমে মাত্র ৩৪ কোটি টাকা প্রণোদনা দিয়ে যদি ৩০০ কোটি টাকা লাভ হয়ে থাকে, তবে এ বছর তা আরো না বাড়িয়ে কমিয়ে দেয়া হল কেন? চলতি মূল্যস্ফীতি ধরে গত বছরের ৩৪ কোটি টাকা সমান এ বছরের প্রায় ৪০ কোটি টাকা। অথচ এ বছর আরো ৫ কোটি টাকা কমিয়ে দেয়া হল, অথচ ধানের মূল্য স্থান-জাত ভেদে ১৫ থেকে ২০% কম। একই সময়ে উচ্চমূল্য সবজি-মসলার মূল্য ১৫ থেকে ২০% বেড়েছে। তাই নেরিকা আউশ চাষে কৃষককে আগ্রহান্বিত করতে হলে এ ধানের উচ্চতর ফলন প্রাপ্তির লক্ষ্যে উপযুক্ত উৎপাদন প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ করে ধানের মাজরা-হপার পোকা ও ধ্বসা রোগসমূহ দমনের জন্য রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করতে হবে। বর্ষাকালীন সময়ে ধান কাটা হবে বলে ফসল কর্তনোত্তর কাজসমূহ করার উপযুক্ত পরামর্শ দিয়ে যান্ত্রিক পদ্ধতি নিশ্চিত করে উপযুক্ত মূল্যে সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে কিনে নিতে হবে, যেমনটি মিনিকিট কার্যক্রমে প্রতিবেশী দেশ করে থাকে, বিশেষত ধান ও ডাল ফসলের জন্য। বলা যায় নেরিকা ধান নাম বৈশিষ্ট্যে এখনো একটি উষ্ণমণ্ডলীয় উগান্ডা উৎসের এক্সোটিক ধান। বাংলাদেশে সরকারের নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত নাম ও নাম্বার বা সংকেত উল্লেখ নেই। এ জাতের ধানের বীজ ধান ও খাদ্য ধানের মানমূল্য এখানো কৃষকের কাছে স্পষ্ট নয়। তাই এ ধানের বাজারমূল্য এখনই নির্ধারণ করে দিলে কৃষক সে অনুযায়ী এর চাষাবাদে আগ্রহান্বিত হবে। কৃষিমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী এর মধ্যে দেশের যে পরিসংখ্যান নিয়ে উষ্মা ও অনিশ্চয়তা প্রকাশ করেছেন, এই পরিকল্পনা কিন্তু সেসব পরিসংখ্যান ব্যবহার করেই তৈরি করা হয়েছে। তাই কার্যক্রমের সফলতা তখনই আসবে যখন উপযুক্ত উৎপাদন প্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃষক ভাল ফলন পাবে, ভাল লাভ পাবে।